❋ লক্ষ্যভেদে অর্জুনের গমন ❋

---কাশীরাম দাস

■ **কবি-পরিচিতি ঃ** *বাংলা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হলেন সপ্তদশ শতকের কবি কাশীরাম দাস। কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম কমলাকান্ত দাস। কাশীরাম মেদিনীপুর জেলার অসিগড়ের জমিদার গৃহের পাঠশালার পণ্ডিত থাকাকালীন সেখানকার কথক ঠাকুরের মুখে সমগ্র মহাভারত শ্রবণ করেন। পরে গুরু অভিরাম মুখুটির পরামর্শে অনুবাদ কর্মে হাত দেন। তিনি সমগ্র মহাভারত একা অনুবাদ করেছিলেন কিনা এই নিয়ে মতভেদ থাকলেও কৃত্তিবাসের পরে তিনি ছিলেন সেই সময়ের শক্তিমান সাহিত্যিক।*

■ **পাঠ প্রস্তাবনা ঃ** 'লক্ষ্যভেদে অর্জুনের গমন' কবিতাংশটি মহাভারতের পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের রূপ বর্ণনার সাথে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

উঠ উঠ ধনঞ্জয় ডাকে শঙ্খধর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর ॥
উঠিলেন অর্জুন গোবিন্দের ইঙ্গিতে।
যতেক দ্বিজগণ যান পুনঃ ধরিতে ॥
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলে বাতুল।
তব কর্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল ॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক লোভী এই যত দ্বিজগণ ॥

Scanned with CamScanner

সভা হইতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া।
পাবার থাকুক কার্য লইবে কাড়িয়া ॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল ॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ নিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন ॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তব নিবারণে আমা সবার কি কাজ ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে ॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস ॥
সভা-মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে পরাজয় হইল রাজার সমাজ ॥
সুরাসুর-জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক ॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিম্বা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান ॥
কিম্বা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব নহে কি যাবে আমার ॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব ॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন ॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত ॥

Scanned with CamScanner

... ...

মহাবীর্য হেন সূর্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশ-যেন পাংশু-জালে—আচ্ছাদিত ॥
এতক্ষণ লয় মনে বিন্ধিবে লক্ষ্য।
কাশী ভনে কৃষ্ণজনে কি কর্ম অশক্য ॥

Scanned with CamScanner

বিষয় – বাংলা

Class – VIII
23/5/2020

আলোচ্য কবিতা –
'লক্ষ্যভেদে অর্জুনের গমন'
কবি - কাশীরাম দাস

Home work

১। প্রঃ- 'যার যত পরাক্রম সে জানে আপন'।—
ক) কার লেখা কোন কবিতা থেকে উক্ত লাইনটি গৃহীত ?
(খ) কথাটি কে কাকে বলেছেন ?
(গ) উক্ত লাইনটি অর্থ বিশ্লেষণ করো।

উঃ- (ক) কবি কাশীরাম দাসের লেখা লক্ষ্যভেদে অর্জুনের গমন' কবিতা থেকে গৃহীত।
(খ) উক্ত কথাটি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রতি বলেছেন।
(গ) পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কার কতটা ক্ষমতা একমাত্র সেই ব্যক্তিই জানে, কারও শক্তি বাইরে থেকে অনুমান করা ঠিক নয়।

২। 'সভা-মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ,
যাতে পরাজয় হইল রাজার সমাজ।'—
(ক) এখানে 'ব্রাহ্মণ' বলতে কাকে বোঝান হয়েছে ?
(খ) রাজার সমাজ কেন পরাজিত হবে ?

(নিজে লেখো)

■ **শব্দার্থ ঃ ধনঞ্জয়**—অর্জুন। **শঙ্খধর**—কৃষ্ণ। **গোবিন্দ**—কৃষ্ণ। **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণ। **বাতুল**—পাগল। **খেদাইয়া**—তাড়িয়ে। **ধর্মপুত্র**—যুধিষ্ঠির। **নিবারণ**—নিরস্ত করা। **পরাক্রম**—ক্ষমতা। **সুরাসুর**—দেবতা ও অসুর। **মনসিজ**—কামদেব। **জিনিয়া**—জয় করে। **পরশয়ে**—স্পর্শ করে। **শ্রুতি**—কান। **তনু**—শরীর। **নীলোৎপল** —নীলপদ্ম। **ললাট**—কপাল। **করিবর**—হাতি। **ভুজ**—হাত। **আজানুলম্বিত**—হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। **করিকর**—হাতির শুঁড়। **জলদে**—মেঘে। **অগ্নি**—অংশু, আগুনের শিখা। **পাংশু**—ধোঁয়াটে। **কাশী**—কাশীরাম দাস। **ভনে**—বলেন। **অশক্য**—কঠিন, অসম্ভব।

Scanned with CamScanner